নাম: আরমান মোল্লা

জন্ম তারিখ: ৩ জুলাই, ১৯৮৮

শহীদ হওয়ার তারিখ: ২১ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ঝালমুড়ি বিক্রেতা,
শাহাদাতের স্থান : ইউনিয়ন পরিষদ, শেখেরচর

শহীদের জীবনী

শহীদ আরমান মোল্লা।নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজারের গোপালদী পৌরসভার কলাগাছিয়া নয়াপাড়া গ্রামে ১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন।পিতার নাম ইছব মোল্লা, মাতার নাম জোবেদা আক্তার।আরমান মোল্লা পেশায় একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতা ছিলেন।ষাটোর্ধ্ব পিতা- মাতা, স্ত্রী এবং তিন ছেলে- মেয়ের জীবনে তিনি যেন ছিলেন আশার আলো, অভাবের সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।
শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা
ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে শহীদ আরমান মোল্লা একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতা ছিলেন।স্বল্প আয়ে পরিবার এর খরচ বহন করা ছিল কষ্টসাধ্য।তারপরও তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার ছেলেমেয়েদের তিনি উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।তার স্বপ্ন ছিল তিনি নিজে জীবনে যা করতে পারেননি, তার ছেলেমেয়ে তা করে দেখাবে, তারা পড়াশোনা শিখে মানুষের মত মানুষ হবে, আর তাইতো তার স্বল্প আয় নিয়েও তিনি তার বড় মেয়েকে দারুত তাওহীদ সালফিয়া মাদরাসায় হিফজ করতে দিয়েছিলেন, আর একমাত্র ছেলেকে একই মাদরাসায় প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি করিয়েছিলেন।
পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারটি এখন দিগভ্রান্ত এর মত হয়ে পড়েছে, নিজস্ব বাড়িঘর নেই।শহীদের স্ত্রীর কাজ করার মত শারিরীক সক্ষমতা নেই তার সন্তানদের ভবিষ্যত এখন অন্ধকারের মুখে।
বর্তমানে শহীদের স্ত্রী তার সন্তানদের নিয়ে নরসিংদীর মাধবদীতে নিজ বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন।আরমান মোল্লার শ্বশুর আপাতত তার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।গুলি লাগা স্বামীর নিথর দেহের চিত্র বারবার স্ত্রীর চোখের সামনে ভেসে উঠছে।তিন বছরের শিশু কন্যা আফরা মনি বাবাকে বেশিদিন কাছে পেলনা।ছোট ছোট তিনটি সন্তান বাবাকে ভুলতে পারছেনা, কেঁদেই যাচ্ছে।তাদের মা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।
শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট
২১ জুলাই, ২০২৪ ।দিনটা ছিল রবিবার।ঘড়িতে সময় দুপুর ১ ২টা বেজে ৩০ মিনিট।ব্যক্তিগত কাজে শেখেরচর ইউনিয়ন পরিষদে যান আরমান মোল্লা। ইউনিয়ন পরিষদের কাছাকাছি গেলে পুলিশ অতর্কিত হামলা চালায়।
বলে রাখা ভালো, দেশের পরিস্থিতি তখন একদম ভালো না।বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের নেতৃত্বে তখন সারা দেশে চলছে তুমুল আন্দোলন।সরকারের নির্দেশে সারাদেশে ইন্টারনেট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে জানার উপায় নেই।এছাড়া ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশবাহিনী পাখির মত মানুষ মারছে।এমনই এক পাখি ছিল আরমান মোল্লা।সে কিছু বুঝে উঠার আগেই হঠাৎ করে পুলিশের একটি গুলি তার বুকে এসে লাগে, পিঠ ভেদ করে বের হয়ে যায়।ঘটনাস্থলেই

কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন তিনি যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পরবর্তীতে তার মৃতদেহ নিজ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।
শহীদ আরমান মোল্লা তার নিজ বাড়ি নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজারের গোপালদী পৌরসভার কলাগাছিয়া নয়াপাড়া গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।
প্রস্তাবনা
শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান।
২. শহীদের সন্তানদের ভবিষ্যতের সব দায়িত্ব গ্রহণ করা।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ
পুরো নাম : আরমান মোল্লা
জন্মতারিখ : ০৩/০৭/১৯৮৮
পেশা : ঝালমুড়ি বিক্রেতা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কলাগাছিয়া নয়াপাড়া, ইউনিয়ন: গোপালদী পৌরসভা, থানা: আড়াইহাজার , জেলা: নারায়নগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: চোয়ার বড়টেক, এলাকা: মেহেরপাড়া, থানা: মাধবদী, জেলা: নরসিংদী
পিতার নাম : ইছব মোল্লা, বয়স: ৭০
মাতার নাম : জোবেদা আক্তার, বয়স: ৬০
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৬ জন

ছেলে মেয়ের সংখ্যা- ৩ জন : ১. মাহী আক্তার, বয়স: ১০, পেশা: শিক্ষার্থী
২. রাফি, বয়স: ৭, পেশা: শিক্ষার্থী
৩. আফরা মনি, বয়স: ৩
ঘটনার স্থান : ইউনিয়ন পরিষদ, শেখেরচর
আক্রমনকারী : পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল : তারিখ: ২১/০৭/২০২৪ , সময়: দুপুর - ১২:৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান : ২১/০৭/২৪ , ঘটনাস্থলে দুপুর: ১২:৩৫
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : নিজ গ্রাম কলাগাছিয়া নয়াপাড়ায়